গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

এলজিইডি'র জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল

জানুয়ারি ২০১৪

এলজিইডি'র জেন্ডার সমতাকরণ কৌশলের মূল ভিত্তি হলো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার বিধানের আলোকে এলজিইডি'র প্রতিটি স্তরের সকল কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন ও নারী-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিই এর মূল লক্ষ্য। এই জেন্ডার সমতাকরণ কৌশলের আলোকে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিতব্য সকল অবকাঠামো নারী-বান্ধব করা হবে, ক্রমান্বয়ে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে এবং প্রতিটি কাজে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত নারীরা ক্রমশঃ ক্ষমতায়িত হবে। জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে এলজিইডি'কে একটি অনুকরণীয় পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মূলতঃ এলজিইডি'র জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল প্রণীত।

কৌশলগত বিষয়

নীতি অনুসরণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে "এলজিইডি'র জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল" প্রণীত হবে। এই কৌশলের আলোকে এলজিইডি'র বিভিন্ন সেক্টর, ইউনিট বা প্রকল্প তাদের স্ব স্ব "জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা" ও "বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" তৈরী করবে, যা **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'** কর্তৃক পর্যালোচিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে বিশোধন করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম' হলো জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল বাস্তবায়নের একটি মূল কার্যনির্বাহক, যাকে পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হবে। সুশাসনের লক্ষ্যে জেন্ডার উন্নয়ন ফোরামের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ও পরিচালন বিধি থাকবে।

এলজিইডি'র প্রতিটি ইউনিট ও প্রকল্প নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'** প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করবে। এছাড়া, এই ফোরাম জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সকল ইস্যু ও কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে।

উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

উৎস নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল কার্যক্রমে সংগৃহীত উপাত্ত/তথ্য নারী-পুরুষ বিভাজিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'** কর্তৃক প্রণীত শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক সম্বলিত ছক ব্যবহৃত হবে। প্রকল্পের নিজস্ব প্রয়োজনে আলাদা নির্দেশক সম্বলিত ছক ব্যবহার করা যাবে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ প্রতি ছ'মাস অন্তর **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'**-এ পাঠাতে হবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে একটি তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেজ) **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'** প্রস্তুত করবে, যার মাধ্যমে জেন্ডার সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। একই সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহারে বার্ষিক অথবা অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

এলজিইডি'র নির্মিতব্য অবকাঠামোগুলি প্রয়োজনানুযায়ী নারী-বান্ধব করা হবে। এজন্য অবকাঠামোসমূহে পৃথকভাবে নারীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী নারী-বান্ধব ডিজাইন বা নক্সা প্রস্তুতসহ তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ও ডিজাইন ইউনিট এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ

ক) কর্মসংস্থান

এলজিইডি'তে কর্মরত নারী-পুরুষের অনুপাতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে জনশক্তি নিয়োগ সম্পর্কিত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। এ ব্যাপারে নারীদের জন্য অধিক উপযোগী কাজগুলিতে অধিকহারে নারী-পদ সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থানেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সঙ্গে চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ এবং সহায়ক সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে নারীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ তাদের কাজে স্বল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সকল উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে এবং মজুরী সমতাকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

খ) কর্মপরিবেশ

এলজিইডি'তে নারী-বান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জিত হলো তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম' এর তত্ত্বাবধানে একটি "অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও নিরসন কমিটি" থাকবে, যারা কর্মক্ষেত্রে বা উপকারভোগীদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে, এরূপ ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে প্রচলিত জাতীয় আইনের আওতায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ বিশ্লেষণ করবে এবং জাতীয় আইনের আওতায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির যথাযথ আইনি সহায়তা পাবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।

প্রশিক্ষণ

নারীর জন্য সম্প্রসারণযোগ্য কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে। এলজিইডি'র কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণপূর্বক বিষয় ভিত্তিক যথাযথ জ্ঞান সম্পন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে জেন্ডারসহ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা ভিত্তিক অন্যান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে সুদক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা হবে।

অংশগ্রহণ

সকল ক্ষেত্রেই নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী ও কৌশলগত দিক নির্দেশনা দিয়ে অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'** অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ক্ষমতায়ন

এলজিইডি'তে সকল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ (যথা: প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তি, উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, অর্জিত সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদি) এবং যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযোগিতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হার সংযোজন করে তার অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে ক্ষেত্রবিশেষে যে কোনো ধরনের সংগঠন/কমিটি/গ্রুপ ইত্যাদিতে কার্যকর সফল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর মনোনয়ন/পদায়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সবক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সহায়ক সুবিধা প্রদান, সুযোগ সৃষ্টি, সম-মজুরী, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হবে এবং যেকোন চুক্তি বা দরপত্র দলিলেও এই বিষয়াদি নিশ্চিতকরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাপকাঠি ব্যবহার করতে হবে।

অর্থায়ন

জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল বাস্তবায়নে/প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে অর্থ বরাদ্দ/অর্থের চাহিদা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত অর্থ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে পরিকল্পনা ও প্রশাসন ইউনিট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এলজিইডি'র সকল ক্ষেত্রে এবং সকল কার্যক্রমে জেন্ডার সচেতন মানব সম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে জেন্ডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে আনুপাতিক হারে অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।

প্রতিটি প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়ক কর্মসমূহকে বিবেচনায় নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও **'জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম'** কর্তৃক সমীক্ষা/মূল্যায়নের জন্যও ক্ষেত্রবিশেষে বাজেটের সংস্থান রেখে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে।

এলজিইডি ভবন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।